এসএসসি ঃ পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফারুক জানান, তিনি হলগেটে নকল পাওয়া যায়, তাহলে বহিষ্কারের বিষয়টি নির্ভর করবে যারা কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বে থাকবেন তাদের ওপর। আর শিক্ষাসচিব শহীদুল আলম রাগত কণ্ঠে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, যা ইচ্ছা লিখুন, যা খুশি লিখুন, আপনাদের লেখায় কিছুই হবে না।

রোববার এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় আগামী ২৭শে মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা সামনে রেখে। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জুনায়েদসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই আসন্ন পরীক্ষাসংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের একই বিষয়ে পাঠানো দু'টি নির্দেশ নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর পাঠানো নির্দেশে (পিএস/ডিও/২০০৩/১২-শিক্ষা) বলা হয়, পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করা হবে। কোন পরীক্ষার্থীর কাছে যদি নকল পাওয়া যায়, তাহলে তাকে হল গেট থেকেই সরাসরি বহিষ্কার করা হবে। পরীক্ষা কক্ষে কোন পরীক্ষার্থীর কাছে নকল পাওয়া গেলে তাকে বহিষ্কার করা হবে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে, শিক্ষা সচিবের পাঠানো নির্দেশে (শিম/শা-১১/১০(৮)/২০০১/২০০) এই বিষয়ে বলা হয়, পরীক্ষাকালে কোন পরীক্ষার্থীকে কাগজ দেখে লিখতে দেখা গেলে অর্থাৎ নকলরত অবস্থায় পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করতে হবে। তবে দেখে লিখছে না এমন অবস্থায় কোন কাগজ পাওয়া গেলে তা নিয়ে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। নির্দেশটিতে আরও বলা হয়, পরীক্ষায় নকল ধরার নামে কেউ যাতে কোন ছাত্রছাত্রীকে অযথা হয়রানি না করেন তাও নিশ্চিত করতে হবে।

পরীক্ষার হলে প্রবেশের পূর্বেই নকলের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অতীতে বহিষ্কার করা হয়েছে, যা কাম্য নয়। কাছে নকল না থাকলেও অনেক ছাত্রছাত্রীকে অনেক ক্ষেত্রে ধমকানো হয়– যা কাম্য নয়।

নকলের দায়ে বহিষ্কার নিয়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের পৃথক দু'টি নির্দেশের মধ্যে কোনটি সঠিক জানতে চেয়ে উপস্থিত সাংবাদিক প্রশ্ন করলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে প্রথমে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান। তার এ বক্তব্যের পর শিক্ষা সচিব এ প্রসঙ্গে বলেন, হলগেটে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় নকল ধরা ও বহিষ্কার মানবতাবিরোধী। গত বছর কচুয়ায় পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে যে ১৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তারা আদালতে গেলে জয়লাভ করতো। আমাদের এখানে এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কারের ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই বেআইনি ও অন্যায়ভাবে করা হচ্ছে। কেবলমাত্র নকলের সঙ্গে খাতায় লেখার মিল থাকলেই বহিষ্কার করা যায়। সেক্ষেত্রেও কমিটি বসে সিদ্ধান্ত নেবে, কিন্তু বেশিরভাগ বহিষ্কার অন দ্য স্পট তাৎক্ষণিকভাবে করা হয়। এটা ঠিক নয়; এর ফলে অনেক ছাত্র অন্যায়ভাবে শাস্তি পেয়েছে। এ কারণেই ওই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রতিমন্ত্রীর পাঠানো নির্দেশ সম্পর্কে তিনি বলেন, সচিব হিসেবে আমার দায়িত্ব নির্দেশ পাঠানো, যদি মন্ত্রী, কিংবা প্রতিমন্ত্রী পাঠান তাতেও সমস্যা হবে না। সেটা হবে সাপ্লিমেন্টারি।

সচিবের বক্তব্যের পর শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৭ সালের বোর্ড আইন এবং ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা আইন অনুযায়ী পরীক্ষার হলে প্রবেশপত্র ছাড়া অন্য যেকোন কাগজ থাকলেই পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কারের বিধান আছে। ১৯৭৭ সালের বোর্ড আইনে এটাও বলা আছে, পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বনের উদ্দেশ্যে কেউ কোন কাগজপত্র বহন করলেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। এসব আইনের বলেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে হলগেটে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি এবং বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, কেউ যদি শুধুমাত্র অবৈধ অস্ত্র বহন করে, ব্যবহার না করলেও তাকে পুলিশ অবশ্যই গ্রেফতার করবে আইন অনুযায়ী। একইভাবে যে পরীক্ষার্থী হলে নকল নিয়ে প্রবেশ করে, সেও অবৈধ অস্ত্র বহনের মতোই অপরাধী। তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া যায়। এ কারণে গত বছর কচুয়ায় হলগেট থেকে ১৭ জনকে বহিষ্কার করে বেআইনি কাজ করিনি। এ ব্যাপারে শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু বলেন, ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা আইনে যা কিছু আছে তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে। হলগেটে দেহ তল্লাশি করার সময় নকল পাওয়া গেলে বহিষ্কার করা হবে না, পরীক্ষার হলে নকল পাওয়া গেলে বহিষ্কার করা হবে, কারণ পরীক্ষার হলে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত এবং পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত শাস্তি দেয়া যায় না। এ তিনটি বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আরেক সাংবাদিক হলগেটে নকল পাওয়া গেলে পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কার করা হবে কিনা সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আসলে আইনের অনেক ব্যাখ্যা আছে; তবে হলগেটে দেহ তল্লাশি করা হবে, নকল পাওয়া গেলে বহিষ্কার করা হবে কিনা তা নির্ভর করবে এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্তদের সিদ্ধান্তের ওপর।

শিক্ষামন্ত্রী এ পর্যায়ে সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন, এমন কিছু না লিখতে যাতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সচিব বলেন, স্যার যা খুশি লিখুক, লিখতে দিন, সাংবাদিকদের লেখায় কিছু হবে না। পরে তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশেও একই কথা বলেন।

এর আগে শিক্ষামন্ত্রী আসন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানান, এ বছর ৭টি শিক্ষাবোর্ডে মোট ৯ লাখ ৩৩ হাজার ৬শ' ৫২ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ছাত্র ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬শ' ১৭ জন, ছাত্রী ৪ লাখ ১৫ হাজার ৩৫ জন। মোট ৮শ' ৪৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মোট ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র ১শ' ৩৩টি। ৭টি বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২শ' ২২টি কেন্দ্রে ২ লাখ ৭২ হাজার ৫শ' ৭৭ জন, রাজশাহী বোর্ডে ১শ' ৯০টি কেন্দ্রে ২ লাখ ৭৩ হাজার ২শ' ২৪ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ১শ' ২৫টি কেন্দ্রে ১ লাখ ৬ হাজার ৩শ' ৯৫ জন, যশোর বোর্ডে ৯৯টি কেন্দ্রে ১ লাখ ১৮ হাজার ৩শ' ৩ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৯৯টি কেন্দ্রে ৬৮ হাজার ৯শ' ৯৯ জন, বরিশাল বোর্ডে ৬০টি কেন্দ্রে ৬৩ হাজার ৫শ' ৩৬ জন এবং সিলেট বোর্ডে ৫১টি কেন্দ্রে ৩০ হাজার ৬শ' ১৮ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

দাখিল পরীক্ষায় বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৩শ' ৯৫টি কেন্দ্রে মোট ১ লাখ ৬৮ হাজার ৭শ' ৬৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৪ হাজার ৩শ' ৬২ জন ছাত্র এবং ৬৪ হাজার ৪শ' ৭ জন ছাত্রী। দাখিল পরীক্ষায় ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৭০টি। এছাড়া বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ৩১ হাজার ৬শ' ২৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ২১ হাজার ৬শ' ৬৪ জন ছাত্র ও ৯ হাজার ৯শ' ৬৪ জন ছাত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, নকল প্রতিরোধে এ বছর ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। হলগেটে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি, নকলে সহায়তার জন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, কোন শিক্ষক লাঞ্ছিত হলে পুরস্কার প্রদান পরীক্ষা কেন্দ্রের ২শ' গজের মধ্যে

মেয়েঘটিত বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষ আবদুল কাদের রাতে জাহিদুলের ওপর চড়াও হলে সংঘর্ষ বাধে। গুরুতর আহত জাহিদুলকে রাতেই সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করার কিছুক্ষণ পর মারা যায়। এ ব্যাপারে বেলকুচি থানায় মামলা হয়েছে। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

এসএসসি পরীক্ষা ২৭শে মার্চ

নকলের দায়ে বহিষ্কারের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় নকলের দায়ে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত জানাতে পারলেন না শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিব কেউই। রোববার বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলে প্রায় দেড় ঘণ্টা। শেষপর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান

এসএসসি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪